ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৮৫৯
আগরতলা, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫

## ক্রীড়ামন্ত্রীর সভাপতিত্বে ২৯তম জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা

২৯তম জাতীয় যুব দিবস ২০২৬ (বিকশিত ভারত ইয়ং লিডার্স ডায়লগ) আয়োজনের বিষয়ে আজ শহীদ ভগৎ সিং যুব আবাসের কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় এবং রাজ্য যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে এই যুব দিবস পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রাজ্যে কালচারেল এবং ইনোভেশন ট্র্যাক এবং বিকশিত ভারত চ্যালেঞ্জ ট্র্যাক এই দুটি ট্র্যাকে জেলা ও রাজ্যভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই প্রস্তুতি সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, খোয়াই জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সত্যেন্দ্র চন্দ্র দাস, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, অধিকর্তা এল ডার্লং সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনায় অংশ নিয়ে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, ভারত সরকার ২০৪৭ সালের মধ্যে দেশকে বিকশিত ভারত হিসেবে গড়ার উদ্যোগ নিয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এই জাতীয় যুব দিবস আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, এই যুব উৎসব উপলক্ষ্যে আমাদের রাজ্যে বিকশিত ভারত চ্যালেঞ্জ ট্র্যাকে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত ক্যুইজ (ডিজিটাল) প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ক্যুইজের জন্য ইতিমধ্যে রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ১৭২৭ জন যুবক যুবতী অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করেছে। তিনি জানান, এই উৎসবের অঙ্গ হিসেবে আমাদের রাজ্যে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত জেলা পর্যায়ে (সংস্কৃতি ও ইনোভেশন) লোক সংগীত, লোকনৃত্য, পেইন্টিং, কবিতা, স্টোরি রাইটিং, ডিক্লামেশন এবং ইনোভেশন (বিজ্ঞান মেলা) প্রতিযোগিতার সংস্থান রাখা হয়েছে। ১০ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা আয়োজিত হবে। প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা (ডিজিটাল) ২৩ অক্টোবর থেকে ৫ নভেম্বর, পিপিটি প্রতিযোগিতা রাজ্যস্তরে (সশরীরে উপস্থিতির মাধ্যমে) এবং বিকশিত ভারত চ্যাম্পিয়নশিপ, ন্যাশনাল ইয়থ ফেস্টিভেল (সশরীরে উপস্থিতির মাধ্যমে) আগামী ১০-১২ জানুয়ারি, ২০২৬ নয়াদিল্লিতে আয়োজিত হবে। আমাদের রাজ্যে রাজ্যভিত্তিক জাতীয় যুব দিবস উদযাপন করা হবে নজরুল কলাক্ষেত্রে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন উদ্যোগ বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডাইলগ (ভি.বি.ওয়াই.এল.ডি.) প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দেশের ১৫-২৯ বছর যুবক যুবতীরা বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে তাদের নিজ নিজ চিন্তাধারণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে পেশ করতে পারবেন।

২-এর পাতায়

সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক মন্ত্রী মনসুখ মান্ডবিয়া বিকশিত ভারত ইয়ং লিডারস ডাইলগ ২য় এডিশন (২০২৬) এর ঘোষণা করেছেন ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লির ধ্যানচন্দ স্টেডিয়াম থেকে। তারই অঙ্গ হিসেবে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী মনসুখ মান্ডবিয়া মাই ভারত প্ল্যাটফর্মে বিকশিত ভারত ক্যুইজ প্রতিযোগিতার সূচনা করেছেন। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই ভি.বি.ওয়াই.এল.ডি.-এর সর্বশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে নয়াদিল্লিতে ২০২৬-এর ১০-১২ জানুয়ারি তারিখে। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেখানে দেশের ৩ হাজার ছেলেমেয়ে অংশগ্রহণ করবেন। ভি.বি.ওয়াই.এল.ডি. ১ম এডিশনের মূল বিষয় ও ট্র্যাক ভি.বি.ওয়াই.এল.ডি. ২য় এডিশনেও থাকবে। আন্তর্জাতিক স্তরেও বি.আই.এম.এস.টি.ই.সি. দেশগুলি থেকেও ২০ জন ছেলেমেয়ে নো ইন্ডিয়া প্রোগ্রামে (Know India Programme) অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবে। ১০-১২ জানুয়ারি ২০২৬ নয়াদিল্লির অনুষ্ঠানে যে ৩ হাজার যুবক যুবতী অংশগ্রহণ করবে তারমধ্যে থাকবে বিকশিত ভারত চ্যালেঞ্জ ট্র্যাক থেকে ১ হাজার ৫০০ জন, সাংস্কৃতিক ও ডিজাইন ট্র্যাক থেকে ১ হাজার জন, ১০০ জন আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি, ৪০০জন বিশেষ প্রতিনিধি।

ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে প্রত্যেক জেলায় (পশ্চিম জেলা বাদ দিয়ে) আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর জেলাভিত্তিক র‍্যালির আয়োজন করা হবে। আগামী ২১ অক্টোবর রাজ্যভিত্তিক নমো ম্যারাথন র‍্যালি আয়োজন করা হবে। তিনি বলেন, দুর্গাপূজার পর সাংসদ ও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে বিভিন্ন ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ করা হবে। তিনি বলেন, আগামী ২৭ অক্টোবর প্রত্যেক জেলায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে দিব্যাঙ্গজনদের জন্য জেলাভিত্তিক শিবির করা হবে। শিবিরে ৩ বা ৪ জন দিব্যাঙ্গজনকে পুরস্কৃত করা হবে। মানসিক দিব্যাঙ্গজনদের ৫ হাজার টাকা করে চেক দেওয়া হবে। তিনি জাতীয় যুব উৎসবকে সফল করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

আলোচনার সূচনা করে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, বিকশিত ভারত এবং বিকশিত ত্রিপুরা গঠনের জন্যই এই উৎসবের আয়োজন করা হবে। তিনি বলেন, এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সাথে সমন্বয় রেখে এর সফলতায় অন্যান্য দপ্তরকেও কাজ করতে হবে। সভায় ২৯তম জাতীয় যুব উৎসবের বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের উপস্থাপন করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের অধিকর্তা এল. ডার্লং। সভায় জিলা সভাধিপতি ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরাও আলোচনায় অংশ নেন। উল্লেখ্য, www.mygov.in পোর্টালে গিয়ে ইচ্ছুক ছেলেমেয়েরা রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে।

*****